ব্যাধগীতা

অনুবাদক
স্বামী অলোকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

ব্রহ্মজ্ঞানে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু উহা বুঝিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রিতে হইবে। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হন। তিনি মলিনচিত্ত ক্তির নিকট অপ্রকাশিত।

ধর্মব্যাধ যদিও মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন, তথাপি তিনি র ব্যক্তি ছিলেন। ভোগের দ্বারা তিনি তাঁহার বিবেককে কলুষিত করেন নাই। ই তিনি অনুভবের সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন—

চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম শুভাশুভম্।
সুপ্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্ত্যমশ্নুতে॥
লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্তঃ সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যেৎ কুশলদীপিতঃ॥ ৬। ২৪-২৫

পাঠককে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে এই ব্যাধগীতা উৎসাহিত করিতে পারিলেই আমরা ্য হইব।

প্রকাশক

ভূমিকা

গীতা বলিলে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ সম্বলিত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাই নির্দেশ করা হয় অথবা সর্বসাধারণ্যে সেই রকম প্রসিদ্ধি দেখা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ব্যতীত উত্তরগীতা, ব্যাধগীতা, অনুগীতা, অবধূতগীতা প্রভৃতি বহু গীতার প্রচলন দেখা যায়।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত এই ব্যাধগীতা। বনপর্বে ৭টি অধ্যায়ে (১৭৪-১৮০) সন্নিবিষ্ট এই ব্যাধগীতা। অবশ্য এই অধ্যায় সংখ্যা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। এই অনুবাদকালে আমরা মহাভারতের অনেকগুলি সংস্করণ দেখিয়াছি। তন্মধ্যে বঙ্গবাসী প্রকাশিত ও পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত মহাভারতে বনপর্বের ২০৪ হইতে ২১৫ অধ্যায়ে ব্যাধগীতা রহিয়াছে। কিন্তু হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারতে ১৭৪ হইতে ১৮০ পর্যন্ত অধ্যায়ে ইহা গৃহীত হইয়াছে। শ্লোক বিভাগে ও পাঠে কিছু ভিন্নতা থাকিলেও কথা সব একই রহিয়াছে। যাহা হউক আমরা অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা, পাঠ ইত্যাদি বিষয়ে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কেই অনুকরণ করিয়াছি।

ব্যাধগীতায় পশুপক্ষীর মাংসবিক্রেতা এক ব্যাধ তত্ত্বোপদেষ্টা এবং সদ্‌ব্রাহ্মণবংশে জাত কৌশিক শ্রোতা। জাত্যাভিমানী অনেকেই এই ধরনের উপদেষ্টা ও শ্রোতার পরিচয়ে বিরক্তি বোধ করিতে পারেন, কিন্তু ঘটনা ঐরূপই। অবশ্য জ্ঞানলাভের জন্য বড়, ছোট, উচ্চজাতি, নিম্নজাতি বিচার মূর্খতা মাত্র। উপনিষদেও দেখা যায় ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুকে ক্ষত্রিয় প্রবাহনজৈবলির নিকট জ্ঞানলাভ করিতে। জ্ঞানই তাহাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করিয়াছে। এখানেও নীচবৃত্তিসম্পন্ন কিন্তু স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যাধের যে জ্ঞান তাহা উচ্চবংশসম্ভূত কৌশিকের ছিল না।

সমগ্র ব্যাধগীতা অধ্যয়নকালে শ্রীভগবানের একটি কথাই মনে পড়ে, 'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।' এই স্বধর্মে অধিষ্ঠিত হইলে কি অভাবনীয় ফললাভ হয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পতিব্রতা রমণী ও ধর্মব্যাধ। ব্যাধকথিত চরম বেদান্তের কথা বিশেষতঃ পূর্বজন্মের কথা স্মরণোত্তর যে কথাগুলি আছে তাহা পাঠ করিলে মনে বিস্ময় জাগে যে এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব কিরূপে মাংসবিক্রেতার অধিগত হয়। যোগ-যাগাদি-তপস্যা, 'নেতি নেতি' বিচার যাহার জীবনে নাই তাহার মুখে

এ কি তত্ত্ব শুনি। শুভ্রশির বেদোদ্ধৃত জ্ঞানবচন স্বধর্মে অধিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষ দেবত পিতামাতার একান্ত সেবক ধর্মব্যাধের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। গুরুবাকে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাশীল, আরুণি, উদ্দালক, সত্যকাম প্রভৃতির নিকট যে জ্ঞান উদ্ভাসি হইয়াছিল তাহাই এখানে সধর্মে অধিষ্ঠিত ব্যাধের নিকট পুনঃপ্রকাশিত। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় শ্রীভগবানের "স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।"—বাক কতখানি সত্য! পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে যাহ বলিয়াছেন তাহাই যথার্থ মূল্যায়ন বলিয়া আমাদের মনে হয়। 'কর্তব্য কি?' এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঐ ব্যাধের উপাখ্যান বলিয়া তিনি বলিতেছেন—"তখন সন্ন্যাসী তাহাকে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে ব্যাধ যে উপদেশ দিল, তাহা মহাভারত গ্রন্থের অংশরূপে তাহা 'ব্যাধগীতা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাধগীতা চূড়ান্ত বেদান্ত-দর্শনের চরমসীমা। তোমরা ভগবদ্গীতার নাম শুনিয়াছ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। ভগবদ্গীতা পাঠ শেষ করিয়া তোমাদের এই ব্যাধগীতা পাঠ করা উচিত। ইহা বেদান্ত-দর্শনের চূড়ান্ত ভাব।" (কর্মযোগ পৃঃ ৫৯)

আচার্য স্বামীজীর এই গ্রন্থ অধ্যয়নকালে এই ব্যাধগীতা সম্পর্কে জানিবার কৌতূহল জাগে ও পাঠ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলাম। তৎকালে কিছু ভক্তদের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করিয়াছিলাম। শ্রীভগবানের অশেষ কৃপায় এই কর্ম এইরূপ অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। আজ বহুকালের সঞ্চিত পুষ্পস্তবক ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

ইতি

অনুবাদক

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
পপ্রচ্ছ ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মপ্রশ্নং সুদুর্বচম্॥ ১

বৈশম্পায়নঃ (ঋষি বৈশম্পায়ন) উবাচ (বলিলেন)। ভরতশ্রেষ্ঠ (ভরত-
ষ্ঠ, জন্মেজয়), ততঃ (অনন্তর) রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (রাজা যুধিষ্ঠির), মহামুনিম্
ণ্ডেয়ং (মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে), সুদুর্বচম্ (সুসূক্ষ্ম), ধর্মপ্রশ্নং (ধর্মবিষয়ক
), পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ জন্মেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির
মুনি মার্কণ্ডেয়কে সুসূক্ষ্ম ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র সূক্ষ্মধর্মজ্ঞ তত্ত্বতঃ॥ ২

যুধিষ্ঠিরঃ (যুধিষ্ঠির) উবাচ (বলিলেন)। ভগবন্! সূক্ষ্মধর্মজ্ঞ বিপ্র!
হে ভগবন্, সূক্ষ্মধর্মজ্ঞ বিপ্র!) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে)
থ্যমানং (বর্ণিত) স্ত্রীণাং (স্ত্রীলোকদিগের) উত্তমং (উত্তম) মাহাত্ম্যম্ (মাহাত্ম্য)
তুম্ ইচ্ছামি (শুনিতে ইচ্ছা করি)। ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ভগবন্! সূক্ষ্মধর্মজ্ঞ বিপ্র! আপনার কর্তৃক যথার্থরূপে
ণত স্ত্রীলোকদিগের উত্তম মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি। ২

প্রত্যক্ষমিহ বিপ্রর্ষে দেবা দৃশ্যন্তি সত্তম।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ বায়ুঃ পৃথিবী বহ্নিরেব চ॥ ৩
পিতামাতা চ ভগবন্ গুরুরেব চ সত্তম।
যচ্চান্যদ্দেববিহিতং তচ্চাপি ভৃগুনন্দন॥ ৪